গাঁজা রাখার অপরাধে এক ব্যক্তির জেল

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের গাঁজা রাখার অপরাধে মংলা মন্ডল নামের এক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালের দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে মংলা মন্ডলের ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। মংলা মন্ডল বল্লভপুর গ্রামের সত্যেন মন্ডল এর ছেলে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ওসমান গনি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এর আগে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বল্লবপুর পূর্ব পাড়া থেকে মংলা মন্ডলকে ১শ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়।

আরো পড়ুন – অন্যায় করলে প্রতিমন্ত্রী, ডিসি কেউ ছাড় পাবে না – গোলাম রসুল

সন্তানের মাথায় হাত রেখে মাদক ব্যবসা ত্যাগের শপথ

নিজের দুই শিশু সন্তানের মাথায় হাত রেখে মাদক ব্যবসা পরিত্যাগের শপথ নিয়েছেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের চিহ্নিত মাদকব্যবসায়ী রিপন আলী (৩৭)।

শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এসে এসপি জাহিদুল ইসলামের সামনে এ শপথ করেন তিনি। রিপন আলী দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত মান্দার শাহের ছেলে।

পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, শনিবার দুপুরে রিপন আলী

স্বপরিবারে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে উপস্থিত হন।

এসময় তিনি নিজের দুই শিশু সন্তানের মাথায় হাত রেখে মাদক ব্যবসা পরিত্যাগের শপথ নেন। তার বিরুদ্ধে দামুড়হুদা থানায় তিনটি মাদক মামলাসহ ছয়টি মামলা রয়েছে। তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সুযোগ চেয়ে এ শপথ করেছেন।

পুলিশ সুপার আরো জানান, মাদক ব্যবসা পরিত্যাগের জন্য যারাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার জন্য সব রকমের সহযোগিতা করা হবে।

মেপ্র/আরপি

দর্শনা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ফেনসিডিল সহ ১ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে মো: আব্দুল আলিম সাগর (২০) কে ২০ বোতল ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার জয়নগর (স্কুলপাড়া) পিতা মো: আজিজুল হকের ছেলে।

পুলিশ জানায় গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে এগারো সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ আই জি ব্যাচ প্রাপ্ত (ইন্সপেক্টর) শেখ মাহাবুবুর রহমান এর নেতৃত্বে, অফিসার এ এস আই মারুফ এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা শ্যামপুর পাইপঘাট ইটের রাস্তার উপর হইতে ২০ বোতল ফেনসিডিল সহ মো: আব্দুল আলিম সাগর
(২০) কে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামীর রিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

দর্শনা হল্ট স্টেশন রেলওয়ে পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে গাঁজা সহ টিটন বিশ্বাস গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা হল্ট স্টেশনের রেলওয়ে পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে টিটন বিশ্বাস (২২) কে এক কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার করা হয়েছে।
আটককৃত আসামী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার সফদারপুর রামনগর কালিদাশপুরের পিতা মধু বিশ্বাসের ছেলে।
পুলিশ জানায় আজ শুক্রবার খুলনা থেকে গোয়ালন্দঘাটগামী গোয়ালন্দ লোকাল মেইল ট্রেনে দর্শনা থেকে যাওয়ার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা হল্ট স্টেশন রেলওয়ে পুলিশ ইনচার্জ এস আই তবিবুর বহমান এর নেতৃত্বে ও সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে সকাল ৬.২০ ঘটিকার সময় টিটন বিশ্বাসকে (২২) এক কেজি গাঁজা সহ দর্শনা হল্ট স্টেশন প্লাটফর্ম এর উপর থেকে গ্রেফতার করা হয়।
আটককৃত আসামীর রিরুদ্ধে পোড়াদহ থানায় মাদক মামলা করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৮৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুনিয়া গ্রামে ডিএসবির তথ্যর ভিত্তিত্বে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৮৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার সকালে ডিএসবির এ এস আই আরজ গোপন সংবাদে জানতে পারে কুনিয়া গ্রামের আবু বক্করের ছেলে রফিকুলের ভুট্টাক্ষেতে একটি মুখ বন্ধ বস্তা পড়ে আছে।

বিষয়টি দ্রুত ডিএসবির এ এস আই আরজ ডিএসবির শাখার উদ্ধতন কর্মকর্তা সহ দামুড়হুদা মডেল থানাকে বিষয়টি অবহিত করলে। দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সুকুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বস্তার ভিতরে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৮৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনায় ডিএসবির এ এস আই আরজ ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সুকুমার বিশ্বাসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

মেপ্র/ আরপি

ঝিনাইদহে ফেন্সিডিলসহ প্রাইভেট কার আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বানিয়াবহু গ্রাম থেকে ৩’শ ৮২ বোতল ফেন্সিডিলসহ ঢাকা মেট্রো-গ-১১-২৭৫২ নম্বর প্রাইভেট কারটি আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার সকালে ফেন্সিডিল ও প্রাইভেট কারটি আটক করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মঈন উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে বানিয়াবহু এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার ওসি (তদন্ত) এমদাদ হোসেন, ওসি (অপারেশন) আবুল খায়ের ও নলডাঙ্গা ক্যাম্পের আইসি নাঈমসহ পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যায়। সেখান থেকে প্রাইভেট কারসহ ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

এদিকে ঝিনাইদহ সদর থানার ডাকবাংলা বাজার পুলিশ ক্যাম্পের আইসি

মকলেছুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সাধুহাটী বাসস্যান্ড থেকে যাত্রীবাহী সাথী পরিবহনের একটি বাস থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানার ধুপাখালী গ্রামের শরিফুল ইসলামের নিকট থেকে ৩০বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

মাদক নিয়ন্ত্রণে পুলিশের বিশেষ টিম মাঠে (পর্ব-৩)

মেহেরপুরে মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের সফলতার পাশাপাশি রয়েছে ব্যার্থতাও। মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে তিন থানায় পুলিশের বিশেষ তিনটি টিম গঠন করা হয়েছে।

মাদক বিরোধী অভিযানে ধরা খেয়ে জেলের ঘানি টানছে বেশ কিছু মাদকের হোতা। কেউ জেল খেটে বাড়ি ফিরে বেছে নিয়েছে স্বাভাবিক জীবন। আবার কেউ পর্দার আড়ালে থেকেই চালিয়ে যাচ্ছে মাদকের ব্যবসা। মাদক ছেড়ে অনেকেই স্বাভাবিক জীবনে ি◌েফরে আসতে চাইলেও অনেক সময় তারাও পুলিশের স্বীকার হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০১৯ সালের শুরু থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে ৫০৬টি। এই মামলায় গত এক বছরে আটক হয়েছে ৭২০ জন আসামী। এর ভিতর কেউ কেউ জেলে থাকলেও বেশির ভাগই মুক্ত।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুত্রে জানা যায়, জেলাতে ২০১৯ সালে মাদক বিরোধী অভিযানে ৪ হাজার ৮’শ ৬১ বোতল ফেন্সিডিল, ১২৭.৫ কেজি গাঁজা, ২ হাজার ১’শ ৭৭ পিচ ইয়াবা, ১.১২ কেজি হেরোইন, ২০ বোতল বিয়ার, ২ লিটার চোলাই মদ ও ৪ টি গাঁজার গাছ উদ্ধার হয়েছে।

প্রশাসনের এতো সাফল্যের পর কিন্তু থেমে নেই মাদক ব্যবসা। বিভিন্ন কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে মাদকের রমরমা ব্যবসা।
গত ৬ ও ১৩ জানুয়ারী দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’এ মাদক নিয়ে সংবাদ প্রকাশীত হয়। সেখানে বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ীর নাম উঠে এসেছে যারা বিভিন্ন কৌশলে মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়াও ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’র অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এক সময় মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল কিন্তু এখন আর করে না। স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাইলেও পুলিশি বিভিন্ন হয়রানীর কারনে তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার কেউ কেউ সম্পূর্ন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে অন্য পেশায় জীবিকা নির্বাহ করছে।

এদের মধ্যে রয়েছে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের বিজন। এক সময় মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত খাকলেও তৎকালীন পুলিশ সুপার হামিদুল আলম এর সহযোগীতায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। এখন বিজন চট্টগ্রামের এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

এছাড়াও আরও বেশ কিছু মানুষ আছে যারা মাদক ব্যবসা থেকে সরে এসে জীবিকার তাগিদে প্রবাশে পাড়ি জমিয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম জানান, আমরা গত ২০১৯ সালে ৫৬ টি মাদক মামলায় ১০৯ জন আসামী আটক করেছি। সেই সাথে ৩ কেজি গাঁজা, ৫৯০ বোতল ফেন্সিডিল, ৩৭ পিচ ইয়াবা ও ৬৮ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছি। আমাদের মাদক বিরোধি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মুজিবনগর পুলিশ মাদকের বিরুদ্ধে সব সময় কঠোর।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, গত ২০১৯ সালে গাংনী থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে ৯০ টি মামলা হয়। এই মামলায় ১১৭ জন আসামীকে আটক করা হয়। সেই সাথে ২ হাজার ৫’শ ৯৫ বোতল ফেন্সিডিল, ৫৩ কেজি ৭৫৫ গ্রাম গাঁজা, ১ হাজার ১’শ ৬৫ পিচ ইয়াবা, ১’শ ৫ গ্রাম হেরোইন ও ২ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়েছে। গাংনীর মাদক নিয়ন্ত্রণে আমাদের পুলিশ সদস্যরা সব সময় তৎপর রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দ্বারা খান জানান, আমাদের চলামান অভিযানে ২০১৯ সালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২’শ টি মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। এই মামলায় ২৪৫ জন আসামী আমরা আটক করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই সাথে ৫১৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৪’শ ৩৭ গ্রাম হেরোইন, ৩’ ৩৬ পিচ ইয়াবা ও ৯৮ লিটার ভারতীয় মদ উদ্ধার করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৭ লক্ষ্য ৮২ হাজার ৪’শ টাকা। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। মাদক নিয়ন্ত্রনে আমরা সব সময় সোচ্চার।

জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, গত বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাদক নিয়ন্ত্র আইনে ১৬০ টি মামলা হয়। যেখানে ২৪৯ জন আসামীর নাম আছে। সেই সাথে চলমান অভিযানে ১১’শ ৫৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৪৯ কেজি গাঁজা, ৬’শ ৩৯ পিচ ইয়াবা, ৩’শ ৫৭ গ্রাম

হেরোইন, ২০ ক্যান বিয়ার ও চারটি গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়। মাদক বিরোধী অভিযান আমাদের চলমান আছে। মাদকের সাথে কোন আপস নয়।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল- আমিন ধুমকেতু বলেন, কেউ যদি খারাপ কাজ থেকে সরে আসতে চাই তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত। কোন মানুষই ইচ্ছে করে খারাপ পথে যায় না। প্রয়োজনের তাগিদে অথবা অসৎ সঙ্গে মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ে। যদি প্রশাসন উদ্যোগ নেই এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সহযোগীতান করেন তাহলে অনেকটাই মাদক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, মাদকের সাথে যারা জড়িত এদের মধ্যে রাঘব বোয়ালরা ধরা ছোয়ার বাইরে থাকে। এদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়না। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যে সব জায়গায় মাদকের রুট হিসেবে পরিচিত সেখানে প্রশাসনের উদ্যোগে পথ করা যেতে পারে। মাদকের সাথে যারা জড়িত আছে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে অনুরোধ করা হবে। সেই সাথে যারা সৎ পথে ফিরে আসবে তাদের পুলিশি কোন হয়রানি বা আটক করা হবে বরং তাদের বিভিন্ন সৎ উপার্জনে সহযোগীতা করা হবে এই আশ্বাস দিলে হয়তো অনেকটা মাদক নিয়ন্ত্রণ হতে পারে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এস মুরাদ আলী বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে আমরা সব সময় কঠর অবস্থানে থাকি। আমরা ইতিমধ্যে শুধু মাদক নিয়ন্ত্রনের জন্য তিন থানায় তিনটি চৌকস টিম তৈরি করেছি। তারা খুব ভালো কাজ করছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি অভিযানে ব্যাপক মাদক দ্রব্য উদ্ধার সহ মাদক ব্যবসায়ীদের আটক করা করেছে। আমাদের মাদক বিরোধি অভিযান অব্যাহত থাকবে। (চলবে)

মেপ্র/ইএম

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ এক নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রাম থেকে ৬ কেজি গাঁজাসহ মর্জিনা খাতুন (৪২) নামে এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত মর্জিনা খাতুন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মৃত দীন মোহাম্মাদের স্ত্রী।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামে মর্জিনা খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালায়।

এসময় নিজ বাড়িতে বাক্সে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ৬ পুটলা গাঁজা উদ্ধার করে তারা। যার ওজন প্রায় ৬ কেজি। উদ্ধারকৃত গাঁজার মূল্য ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

গাঁজাসহ আটক নারীকে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে দামুড়হুদা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেপ্র/ আরপি

ঝিনাইদহে ফেন্সিডিল পাচারের সময় প্রতিবন্ধীসহ ২ জন আটক

৫ বছর আগে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙ্গে যায় চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হরিহরনগর গ্রামের রবিউল হোসেনের ছেলে জালাল হোসেন (৩৫)। এরপর থেকে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন তিনি। চলেন হুইল চেয়ারে।

এই প্রতিবন্ধীতাকে পুঁজি করে শুরু করেন মাদক ব্যবসা। কেউ দেখলে বোঝার উপায় নেই তার শরীরে অভিনব কায়দায় রাখা হয় ফেন্সিডিল।

রোববার জীবননগর থেকে ইজিবাইক যোগে শরীরের সাথে অভিনব কায়দায় ফেন্সিডিল পাচারের সময় কোটচাঁদপুরের কাগমারী এলাকা থেকে ১৪০ বোতল ফেন্সিডিলসহ জালাল হোসেন ও ইজিবাইক চালক রাজু মন্ডলকে আটক করে ডিবি।

ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে জীবননগর থেকে কোটচাঁদপুরের কাগমারী এলাকা দিয়ে ফেন্সিডিল পাচার হচ্ছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই আব্দুল আলীম, এএসআই ওবাইদুর রহমান, রবিউল ইসলাম কাগমারী এলাকায় চেকপোস্ট বসায় পুলিশ। এসময় একটি ইজিবাইকে তল্লাসী করে প্রতিবন্ধী চাদর ও পোশাকের নিচ থেকে ১৪০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

চোরাপথে আসা ভারতীয় ১ কেজি গাজা উদ্ধার

চোরাপথে আসা ভারতীয় ১ কেজি গাজা উদ্ধার করেছে মুজিবনগর সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবি সদস্যরা ।

শনিবার ভোরের দিকে বিজিবির একটি টহল দল এসব ফেনসিডিল উদ্ধার করে। মুজিবনগর সীমান্তে বিজিবির নায়েক আঙ্গুর ইসলাম জানান, রাতে বিজিবির টহল দল টহল শেষে ভোরের দিকে ফেরার পথে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে ।